আশির দশকের কবিতা

সমরেশ দেবনাথ

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

(১৯৮৮ সালের শেষ প্রান্তে রচনাটির সূত্রপাত। দীর্ঘদিন এর ভাঙাগড়া চলে। চলে রদবদল। তবু নিঃসঙ্কোচ হতে পারিনি এর বক্তব্য সম্পর্কে কারো ভিন্নমত থাকলে জানাবেন। আমি কতটুকু যথার্থ হতে পেরেছি - তার বিচার করবে আগতকাল)

আমি ‘আশির দশকের কবিতা’ সংকলনে এই দশকের কাব্যপ্রবাহের মোট চারটি ধারার ইঙ্গিত দিয়েছি। এর মধ্যে একটি ধারা খুবই সমাজমনস্ক, একটি ধারা জীবনবাদী, একটি ধারা জীবন ও শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত, চতুর্থ ধারাটি ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ এই মতবাদে আপ্লুত। এই চারটি ধারার মধ্যে সমাজ-মনস্ক এবং জীবনবাদী ধারাই প্রবল। জীবন ও শিল্পকে অনেকেই মেলাতে চাচ্ছেন - কিন্তু তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ এ-ধারার অনুসারী খুবই কম।

আশির দশকের কবিতায় বেশকিছু নতুন অনুষঙ্গ যোগ হয়েছে - যা পূর্বসূরীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আশির কবিরা তিরিশের কবিদের সৃষ্ট দীর্ঘ নদীরেখকে ভাঙ্গতে সচেষ্ট - একই সাথে ‘অন্য কিছু হোক’ এই ধবনিতে আক্রান্ত।

এই দশকের অনেক কবিই বিশ্বসাহিত্যের নিখিল সমুদ্রে স্নাত। তাঁদের কবিতায় বহু আন্তর্জাতিক ভঙ্গিমা যুক্ত হয়েছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নব্য ধারার কবিতা তাঁদের মননের ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছে। তাঁদের অনেকেই হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ভারসাম্য বজায় রেখে বোদলেয়ার উল্লেখিত একশ’ ভাগ কবিতা রচনায় ব্রতী। তাঁরা মধ্যযুগীয় মূর্খ আবেগকে অবদমিত করে কবিতায় গভীর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, রহস্য, ব্যঞ্জনা, যুক্তি, মনন ও বিশ্বজনীনতাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট। এঁদের অনেকেই আবার প্রকরণ সচেতন - ছন্দের অন্বিষ্ট প্রয়োগশিল্পী। উদাত্ত কণ্ঠে বলা যায়, এই দশকের কবিরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী।

আশির কবিরা স্বাধীনতা-উত্তর সত্তরের কবিদের উচচকন্ঠ থেকে সরে এসে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও শিল্পসম্মত কবিতা রচনায় ভীষণভাবে মনোযোগী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতি কবিতার - লাতিন কবি নিকানোর পার্‌রা প্রবর্তিত) ধরণ আনয়ন করেছেন, কেউবা আঙ্গিক ভাঙ্গতে সচেষ্ট, কেউবা নতুন শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কেউ কেউ স্লোগানকে কবিতা করে মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন (লুকাচ্য ফিশারের চিন্তাধারায় ঋদ্ধ হয়ে), কেউবা বাস্তবতা এবং পরাবাস্তবতার কৌশলগত প্রয়োগে উদ্যোগী, কেউ বা বাস্তবতার ভেতর কল্পনা ও স্বপ্নের মিশেল দিয়ে তৃতীয় ভুবন রচনা করতে চেয়েছেন, কারো ভেতরে মিথের ব্যবহার ঐতিহ্য চেতনাকে চাঙ্গা করে তুলেছে, বিজ্ঞান-মনস্কতাও কেউ কেউ দেখিয়েছেন, মার্ক্সীয় দ্বান্দিকতার প্রতিও কেউ কেউ উৎসাহ দেখিয়েছেন। বিষয়ের দিকে থেকে কেউ কেউ কীট-পতঙ্গ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তাছাড়া তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধ, ক্ষেতমজুরদের নিপীড়িত জীবন কারো কারো লেখায় প্রতিবাদের ভাষা হয়ে দেখা দিয়েছে। দু-একদলে অবরোহ ও দ্বান্দিক পদ্ধতিতে কবিতা লেখায় নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কারো কারো কবিতায় মৌলিক ও নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে। নতুন উপমা এবং নতুন চিত্রকল্প কারো কারো দ্বারা নির্মিত হয়েছে। তণদের কেউ কেউ মৃত্যুচেতনা দ্বারা আচছন্ন হয়েছেন। নেতিবাচক অর্থে একটি ক্ষীণ ধারা গ্রীন্সবার্গের বীটনিক ধারণার সম্প্রসারণ ও বোদলেয়ারী বিতৃষ্ণার ধারক, কিংবা কাফ্‌কার বিচ্ছিন্নতা

ও শূন্য মার্গে পৌঁছোনোর প্রয়াসী। হয়তো তাঁরা সুধীন দত্তের মতো ভেতরে ভেতরে লালনও করেন ‘ভালো লাগে না জনতার জঘন্য মিতালী!’

আশির কবিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও আছে। এক্ষণে তাঁদের প্রধান কাজ হলো কবিতার মানকে উন্নত রাখা এবং নব নব জনপ্রজাতের সন্ধানে পূর্বসূরীদের অতিক্রম করে কবিতায় আরো নতুন মাত্রা যোগ করা। এরই মধ্যে আশির কয়েকজন কবির প্রশংসা সবার মুখে শোনা যাচ্ছে। বর্তমান কালের প্রধান কবি শামসুর রাহমান এক সাক্ষাৎকারে আশির কবিদের শক্তিমত্ততা স্বীকার করেছেন।

এবার আশির দশকের কয়েকজন কবির কবিতার বিষয়, কাব্যভাষা, আঙ্গিক, রচনাশৈলী, প্রকরণ মৌলিকত্ব, নতুনত্ব এবং অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতধর্মী হবে।

গোলাম কিবরিয়া পিনু ঃ মানবজীবনের মূল্যবোধগুলিই পিনুর কবিতার বিষয়বস্তু। জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি সফল ঘটনা তিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করে যাচ্ছেন। মেহনতি মানুষেরা শিল্পরূপ নিয়ে তাঁর কবিতায় বারবার হাজির হচ্ছেন। নির্মোহ এই কবির প্রচুর পাঠক ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। পিনু জানেন প্রচুর কিন্তু বলেন কম। ‘এখন সাইরেন বাজানোর সময়’ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি কি বলতে চান! তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘সোনামুখ স্বাধীনতা’ আমাদের অর্ধেক বিজয়ের দলিল, - বাকি অর্ধেক সফলতা এখনো তাঁর হৃদয় ঝিনুকে অঙ্কুরিত, প্রোথিত।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আশির দশকের সমাজমনস্ক কবিদের অন্যতম। তাঁর কবিতা পাঠকমহলে সাদৃত। ‘কাঙাল দীর্ঘকাল’ গ্রন্থ দিয়ে তাঁর যাত্রা শু, ‘দগ্ধ ধূলিকণায়’ ক্ষণিক যাত্রাবিরতি ঘটেছে। ‘পৃথিবীর গৃহকোণ’ থেকে আবার প্রদক্ষিণের কথা ভাবছেন। এবং ‘উত্থানের মন্ত্র নেই’ গ্রন্থের মাধ্যমে শোষিত জনতাকে জাগাতে চেয়েছেন।

মাসুদ বিবাগী ঃ আরেকজন সমাজ-সচেতন কবি। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে লিখে যাচ্ছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘কেহ মুক্ত কেহ বন্দীতে সমাজের বৈষম্য ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘অন্য কিছু হোক’-এ গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ইঙ্গিত রয়েছে। গণমানুষের কথা লিখলেও তাঁর কবিতা সংহত এবং নিটোল।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন ঃ কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ অনেক দেরীতে ঘটেছে। তাঁর কাব্যভাষা, গাঁথুনি, শব্দনির্বাচন, রচনাশৈলী, ছন্দের চাল প্রশংসনীয়। তাঁর কবিতা প্রকৃত অর্থেই Compact এবং Epigramic তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তিন রমণীর ক্বাসিদায়’ ঐতিহ্যের গন্ধ থাকলেও দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘পার্থ, তোমার তীব্র তীর’ ঐতিহ্যের মোড়কে আধুনিক রসায়নে জারিত। ‘জীবনের সমান চুম্বুক’ গ্রন্থে তিনি নারী ও নিসর্গের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কামনা করেছেন।

মহম্মদ সাদিক ঃ আশির একজন প্রদীপ্ত কবি। তাঁর ভেতরে প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর কবিতার গাঁথুনি শব্দঘন, ছন্দনিপুণ; ব্যঞ্জনা ও প্রসাদগুণে সংহত। প্রথম গ্রন্থ ‘আগুনে রেখেছি হাত’-এ তিনি সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয় দেখেছেন, দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘ত্রিকালের স্বরলিপিতে’ অখন্ড সময়প্রবাহ তাঁকে শাশ্বতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জীবনবাদী কবি।

ফরিদ কবির ঃ ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ - এই পুরানো বিশ্বাসে ফরিদ কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পরাবাস্তব আলোকধারা মাঝে মাঝে স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে। ফরিদ মাঝে মাঝে অস্তিত্বহীনতার মধ্যে অস্তিত্বের সন্ধানে ব্রতী হচ্ছেন। প্রথম গ্রন্থ ‘হৃদপিন্ডে রক্তপাতের’ তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘ওড়ে ঘুম, ওড়ে গাঙচিল’ অনেক সমৃদ্ধ।

মুহম্মদ সামাদ ঃ সমাজ-সচেতন কবি। তাঁর কবিতা বিষয়প্রধান। বিপ্লবোত্তর শ কবিদের মতো তাঁর প্রথম দিককার কবিতাও বিবৃতিমূলক। প্রথম গ্রন্থ 'একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টোর' চেয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আমি নই ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে' শিল্পের বিচারে অগ্রসরমান। 'পোড়াবে চন্দন কাঠ' তাঁর বৃক্ষপ্রাধান্য পাওয়া গ্রন্থ।

দুলাল সরকার ঃ একজন সমাজ সচেতন কবি। নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর দরদ অপরিসীম। তাঁর কাব্যভাষা প্রথানুগ হলেও বলার ঢংটি স্পর্শ করে যায়। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'আছে প্রেম, আছে ক্রোধ'। পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রচুর কবিতা ছাপা হয়। 'দাঁড়াও পথিকবর' (যৌধ) কাব্যগ্রন্থ দিয়ে তাঁর যাত্রা শু। এর পর 'ভেঙ্গে আনো ভেতরে অন্তরে', 'ফিরিনি অবাধ্য আমি' এবং 'সেইসব ছদ্মবেশ' প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি কবিতা রচনায় তাঁর ঝোঁক রয়েছে।

মাফ রায়হান ঃ মাফ কীট-পতঙ্গ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জীবন ও শিল্পকে মেলাতে চাচ্ছেন। 'দাঁড়াও পথিকবর' তাঁর যৌথ খামারের প্রথম ফসল।

ফেরদৌস নাহার ঃ নাহারের কবিতা গোলাপ সুলভ কোমল - সময়ে বজ্রনির্ঘোষে উচচকিত। আঙ্গিক প্রথানুগ হলেও উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলি লক্ষ্য করার মতো। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম - 'ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন', 'সময় ভেঙেছে সংসার' এবং 'উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম'।

উপরোক্ত দশজন কবি ছাড়াও আশির দশকের আরো কয়েকজন কবি বিবেচনার দাবি রাখেন। এঁদের কারো বই বের হয়েছে-আবার কারো বই বের হয়নি। জহীর হায়দারের 'সূর্যের কালজয়ী হাত' আসলাম সানীর 'প্রেম শুধু তোমারই জন্যে' ঋজিত চৌধুরীর 'তোমার প্রাণের জল আমার শ্যাওলা শরীরে', দারা মাহমুদের 'খুলে যাচ্ছে দ্বিতীয় দরোজা', রেজাউদ্দিন স্টালিনের 'ভেঙে আনো ভেতরে অন্তরে ছদ্মবেশ', মাহমুদ কামালের 'কবিতার মতো কিছু কথা' মোহম্মদ কামালের 'এখানে অরণ্য ভয়' সরকার মাসুদের 'আবহমান উলুধ্বনি' ও 'কৃষ্ণপক্ষের কোকিল' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মো. বাবুর 'বিপ্লব অনেকটা মানুষের মতো', কাজল শাহনেওয়াজের 'পাথরবন্দী' আনিসুল হকের 'সুন্দরের কাছে খোলা চিঠি'; শ্যামল দত্তের 'অগ্নিবর্ণ সাতটি ঘোড়া' রোখসান সেইসের 'স্বপ্ন নগরীর খোঁজে', ফরহাদ জামানের 'ভূয়া নিষেধাজ্ঞা' গ্রন্থ 'প্রতিবিম্ব ভেঙে যাও', রিফাত চৌধুরী ও কফিল আহমদের যৌথগ্রন্থ 'জংশন' এবং সুহিতা সুলতানা, আলী ইদরিস সহ অন্যান্যদের যৌথগ্রন্থ 'দাঁড়াও পথিকবর' বের হয়েছে। যাঁদের গ্রন্থ বের হয়নি অথচ লেখায় শক্তি-মত্ততার পরিচয় দিয়েছেন-তাঁরা হলেন সাজ্জাদ শরীফ, সামসেত তাবরেজী, অসীমকুমার দাস, সৈয়দ তারিক, বিলোরা চৌধুরী, শোয়েব শাদাব, শান্তনু চৌধুরী, শাহিদ আনোয়ার, সুনীল শর্মাচার্য, বিষ্ণু বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়া যাঁরা লিখছেন তাঁরা হলেন সেলিম মাহমুদ, ফাহিম ফিরোজ, শাহীন শওকত, আব্দুল হাই সিকদার, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার আল আমিন, রোকেস লেইস, বাশিরা ইসলাম, নীলিমা আখতার বাণী, অজয় দাশগুপ্ত, ফখরে আলম, সুজন হাজারী।, রাজু আলাউদ্দিন, বুলান্দ জাভীর, শাহদাৎ হোসেন নিপু প্রমুখ।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home